৪

তারিখ 12 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ধর্মঘটী শিক্ষকদের বক্তব্য

ডিগ্রী পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি বলেছে, সরকার শিক্ষকদের বাদ দিয়ে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দিয়ে ডিগ্রী পরীক্ষা নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বায়ত্তশাসনের পবিত্রতা নষ্ট' হয়েছে। শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে বলেছে, শিক্ষকদের বাদ দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত লিয়াজোঁ কমিটির সভায় বলা হয়, সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ডিঙ্গিয়ে পরীক্ষক, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করে আইনগত অধিকার লংঘন করেছে। সভায় বলা হয়, অশিক্ষকদের দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং 'নকলের অবাধ' সুযোগ দেয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে এবারের ডিগ্রী পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে।

শেখ আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ডঃ আক্তারুজ্জামান, অধ্যক্ষ কে, এম শহীদুল্লাহ, মোঃ বদর উদ্দিন হাওলাদার প্রমুখ।

বেসরকারী কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। গতকাল লাগাতার ধর্মঘটের ২৪তম দিবস পালিত হয়।

শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন অশিক্ষক দিয়ে ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণ করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে। তারা সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৬

পরীক্ষা ঃ প্রহসনে পরিণত

(১ম পাতার পর)

বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও শিক্ষক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদিকা হেনা দাস এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষকদের মাধ্যমে পরীক্ষা না নেয়ায় ডিগ্রী পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ, কে, এম শহীদুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ অন্য বিবৃতিতে শিক্ষকবিহীন অবস্থায় ডিগ্রী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য 'শিক্ষামন্ত্রীর একতরফা ও মর্জিমাফিক' সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ও মহাসচিব অধ্যক্ষ এ, কে, এম শহীদুল্লাহ এক বিবৃতিতে শিক্ষামন্ত্রীর 'উস্কানিমূলক' বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকারই বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিন্ন বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৮০ সালে বেতনের ৫০ শতাংশ দেয়। বিবৃতিতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসক্লাবের সামনে মহাসমাবেশে যোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক আসাদুল হক ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মোঃ হারুনুর রশীদ এবং শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সভায় ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নজরুল) মহাসচিব নজরুল ইসলাম ২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ করার দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল দুপুরে শহীদ মিনারে আয়োজিত শিক্ষক সমাবেশে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি সৈয়দ আশরাফ আলী। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দিলারা জামান, ইয়াকুব আলী আওরঙ্গজেব, জহুরুল আলম চৌধুরী প্রমুখ।